প্রথম আলো মতামত

ধিক্কার এই বর্বরতাকে

তালেবানি বিভীষিকা

আপডেট: ০০:৩৯, ডিসেম্বর ১৮, ২০১৪

সারা পাকিস্তানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত, ঘোষণা করা হয়েছে তিন দিনের জাতীয় শোক। পাকিস্তানের জনসাধারণ এই মুহূর্তে যে গভীর শোকে নিমজ্জিত, তা সন্ত্রাস-সহিংসতায় জর্জরিত ওই দেশটিতেও অভূতপূর্ব। কেননা, বিদ্যালয়ের ১৩২টি শিশুকে ঠান্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা করার এমন পৈশাচিক ঘটনা এর আগে পাকিস্তানে কখনো ঘটেনি। আমরা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে নিহত শিশুদের স্বজনসহ পাকিস্তানের শোকার্ত মানুষের জন্য গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে এই কাপুরুষোচিত হামলার জন্য ধিক্কার জানাচ্ছি পাকিস্তানি তালেবানকে।

পেশোয়ারের একটি বিদ্যালয়ে মঙ্গলবারের ওই হত্যাযজ্ঞ আর দশটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা থেকে আলাদা প্রকৃতির। তালেবান জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর পরিচালিত সরকারি ওই বিদ্যালয়টিতে ঢুকে শিশুদের কিংবা তাদের শিক্ষকদের জিম্মি করেনি; কোনো দাবি-দাওয়ার কথাও তারা ঘোষণা করেনি। তারা সেখানে ঢুকেছিল সর্বোচ্চসংখ্যক শিশুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং তারা সেই কাজটিই করেছে। তবে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে নয়, একটা একটা করে গুলি করে। এমন ঠান্ডা মাথার নৃশংসতা; তা–ও কোমলপ্রাণ শিশুদের ওপর—কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

তালেবানের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দেশটির উপজাতীয়

এলাকাগুলোতে তালেবানের ওপর যে দমন-অভিযান চালিয়ে আসছে, তার প্রতিশোধ নিতেই তারা পেশোয়ারের বিদ্যালয়ে ওই হামলা চালিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তালেবানি মানসিকতার বর্বর দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। পাকিস্তানের শোকার্ত জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এককাট্টা হয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে এই বর্বরতার প্রতি।

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল রাহিল শরিফ তালেবানকে পাকিস্তানের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং মঙ্গলবারই তালেবান–অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ১০টির বেশি বিমান হামলা চালানো হয়েছে। সন্দেহ নেই, তালেবানকে এবার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কঠিন পাল্টা আঘাতের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু শুধু সামরিক পন্থায় তালেবানি সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটানো যে সম্ভব নয়, তা তো ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এই সন্ত্রাস পরিচালিত হচ্ছে, তা নির্মূল করেই পাকিস্তানে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ জারি রাখতে হবে।